যুগান্তর

তারিখ ... 20 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

জেলা শহরে পাঠ্যবই ছাপা হবে প্রতি জেলায় সরকারি স্কুল

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জটিলতা ও সমস্যা নিরসনে এখন থেকে জেলা সদরে পাঠ্যবই ছাপা ও তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে দেখা করলে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু ঢাকায় বই ছাপিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করায় বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যা হচ্ছে। এ কারণে বিভিন্ন জেলা শহরে পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকালে

জেলা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

জেলা ... পাঠ্যবই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা ব্যক্ত করে ইউজিসিকে আরও স্বাধীনতা প্রদানের অনুরোধ জানান। তারা দেশের ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে জানান, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পৌনে দু'লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে।

শিক্ষার মান কমে যাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, তার বিগত সরকারের (১৯৯৬-২০০১) আমলে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে কোন প্রকার নীতিমালা ছাড়াই ক্যাম্পাসবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার মান উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অবশ্যই সব স্তরের শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। বাজেটেও শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে প্রায় এক হাজার গরিব ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ট্রাস্টের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করায় এসব ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এতে প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ে। এদের আবার শিক্ষা জীবনে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে তিনি এক সময় জিলা স্কুলগুলোর উন্নত শিক্ষার মানের কথা উল্লেখ করে বলেন, তার সরকার তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিটি উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত সরকারি স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিনিধিদলে ছিলেন ড. এহসানুল হক, ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, ড. মো. তাজুল ইসলাম, ড. আমেনা বেগম ও ড. আতফুল হাই শিবলী।